শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য (পাদটীকা) – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

সূচিপত্র

১ম স্কন্ধ ১০ম অধ্যায় – ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা

অধ্যায় কথাসার – এই দশম অধ্যায়ে পাণ্ডবগণকে নিষ্কন্টক রাজ্যে স্থাপন-করতঃ স্বপুরী দ্বারকায় গমনকালে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কুরু-রমণীগণের স্তুতি বর্ণিত হয়েছে। (সারার্থ দর্শিনী)

(৬-১) - মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য

১.১০.১ – শৌনক মুনি জিজ্ঞাসা - যুধিষ্ঠির কিভাবে তাঁর রাজ্য শাসন করেছিলেন –

শৌনক মুনি জিজ্ঞাসা করলেন-তাঁর ন্যায্য উত্তরাধিকার অপহরণকারী এবং নানাপ্রকার অনিষ্ট সাধনকারী শত্রুদিগকে অনুজগণের সহায়তায় বধ করে ধার্মিকাগ্রগণ্য **রাজা যুধিষ্ঠির কিভাবে তাঁর রাজ্য শাসন করেছিলেন** ? অবশ্যই তিনি কুণ্ঠাশূন্য চিত্তে তাঁর রাজ্য ভোগ করতে পারেননি।

১.১০.২ – যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে স্থাপন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা –

সূত গোস্বামী বললেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা, ক্রোধাগ্নিরূপ দাবানলে নিঃশেষিত কুরুবংশকে পুনঃস্থাপিত করে এবং যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্যে স্থাপন করে প্রসন্ন চিত্ত হয়েছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **"ব্রহ্মাণ্ডের নেপথ্য পরিকল্পনা"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সংসার → বংশ বা বাঁশের ঘর্ষনের ফলে উৎপন্ন দাবানলের সাথে তুলনা করা হয়।
- সৃষ্টির উদ্দেশ্য – এই প্রকার দাবানলে ভগবানের কিছু করার থাকে না, কিন্তু তিনি যেহেতু চান যে সৃষ্টির পালন হোক, তাই তিনি ইচ্ছা করেন যে সকলে যেন আত্ম-উপলব্ধির পন্থা অনুসরণ করে, যাতে তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। এটাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

সারার্থ দর্শিনী –

- বাঁশঝাড় পরস্পর সংঘর্ষের ফলে উত্থিত অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়, ঠিক তেমনি কুরু বংশ পরস্পর ক্রোধোত্থ যুদ্ধের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছিল।
- ভবভাবনঃ – ভব অর্থাৎ মহাদেবকেও যিনি স্বলীলা চিন্তা করান, সেই জগৎ পালক সর্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্টচিত্ত হলেন।

১.১০.৩ – যুধিষ্ঠির মহারাজের কার্য –

ভীষ্মদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করে মহারাজ যুধিষ্ঠির মোহমুক্ত হয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে তাঁর অনুগামী অনুজগণসহ ইন্দ্রের মতো সসাগরা পৃথিবী পালন করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পদাঙ্ক অনুসরণকারী আদর্শ রাজা এবং তথাকথিত বর্তমান রাজা বা নেতৃবর্গের মধ্যে পার্থক্য"

১.১০.৪ – সুসভ্য অর্থনৈতিক বিকাশঃ ভূমি এবং গাভী –

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে মেঘরাজি মানুষের প্রয়োজন মতো যথেষ্ট বারিবর্ষণ করত, এবং পৃথিবী মানুষের সমস্ত প্রয়োজনই পর্যাপ্তভাবে পূর্ণ করত । দুগ্ধবতী প্রফুল্লমনা গাভীদের স্ফীত স্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধে গোচারণভূমি সিক্ত হত।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **"সুসভ্য অর্থনৈতিক বিকাশঃ ভূমি এবং গাভী"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- অর্থনৈতিক বিকাশের মৌলিক নীতি ভূমি এবং গাভীর উপর কেন্দ্রীভূত।
- আধুনিক, প্রগতিশীল, সভ্য সরকারের তুলনায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো রাজার রাজতন্ত্র অনেক শ্রেষ্ঠ।
- ভগবান → পরম পিতা।
- প্রকৃতি → সমস্ত জীবের মাতা।
- মানুষ → সমস্ত জীবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা।
- প্রকৃতির মার্গ এবং পরম পিতার ইঙ্গিত বোঝার জন্য তাকে পশুদের থেকে উন্নত বুদ্ধি প্রদান করা হয়েছে।
- পশু রক্ষা আবশ্যক, বিশেষত গাভী।

১.১০.৫ – যুধিষ্ঠির মহারাজের সমৃদ্ধ রাজ্য –

নদী, সাগর, বৃক্ষ ও লতা সমন্বিত পর্বতসমূহ, শস্য, ঔষধি যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজ্যে প্রতি ঋতুতে প্রচুর পরিমাণে ফল প্রদান করত।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সাফল্যের রহস্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করা । তাঁর অনুমোদন ব্যতীত কিছুই সম্ভব নয়।
- ভগবানের নিয়ন্ত্রণ সর্বত্রই রয়েছে, এবং ভগবান যদি প্রসন্ন হন, তাহলে প্রকৃতির প্রতিটি প্রান্ত প্রসন্ন হবে।

১.১০.৬ – অজাতশত্রু রাজার ত্রিতাপক্লেশমুক্ত প্রজা –

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে কখনো কোন প্রাণীদের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ক্লেশ, কোনরকম মনঃকষ্ট, রোগ-যন্ত্রণা এবং শীতোষ্ণাদিজনিত কষ্ট ছিল না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সহযোগিতার সূত্র - যখন মানুষ এবং ভগবানের মধ্যে ও মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা হয়, তখন সেই সহযোগিতার ফলে পৃথিবীতে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির উদয় হয়, যা যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজত্বকালে দেখা গিয়েছিল।
- পরস্পরকে শোষনের প্রবৃত্তি → কেবল দুঃখকষ্টই বয়ে আনবে।
- বাংলা প্রবাদ → **রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, গৃহ নষ্ট গৃহিণীর দোষে।**
- পুণ্যবান না হলে এবং ভগবানের স্বীকৃতি লাভ না করলে কেউই তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের সুখী করতে পারে না।

(৭-১৪) - শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষনের তীব্রতা

🕮 ১.১০.৭ – শ্রীকৃষ্ণের আরও কয়েক মাস হস্তিনাপুরে অবস্থান –

পাণ্ডবদের শোক অপনোদনের জন্য এবং ভগিনী সুভদ্রার প্রীতি কামনায় শ্রীহরি, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কয়েক মাস হস্তিনাপুরে অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান সর্বদাই যেভাবেই হোক না কেন, তাঁর ভক্তকে সন্তুষ্ট করে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর ভক্তরাই কেবল তাঁর আত্মীয়ের ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে।

🕮 ১.১০.৮ –যাত্রার অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের রথে আরোহণ –

পরে, পরমেশ্বর ভগবান যাত্রার অনুমতি চাইলেন এবং মহারাজ অনুমতি দিলেন, তখন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের চরণে প্রণত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন এবং মহারাজ তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। তারপর পরমেশ্বর অন্যান্য সকলেরও আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে এবং তাদের অভিবাদন গ্রহণ করে তাঁর রথে আরোহণ করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান ছোট হতে চান – ভক্ত যখন প্রেমের বশে ভগবানকে তাঁর থেকে ছোট বলে মনে করেন, তখন ভগবান প্রসন্ন হন। কেউই ভগবানের সমকক্ষ অথবা তাঁর থেকে মহৎ নন, কিন্তু তাঁর ভক্ত যখন তাঁর প্রতি গুরুজনের মতো আচরণ করে তখন তিনি আনন্দিত হন। এ সবই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাস।
- নির্বিশেষবাদীদের অক্ষমতা – তারা কখনো ভগবদ্ভক্তের মতো এই প্রকার অলৌকিক ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে না।

🕮 ১.১০.৯-১০ – শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শোকে মুহ্যমান ভক্তগণ

তখন সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, কৃপাচার্য, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, ধৌম্য, এবং সত্যবতী সকলেই শার্ঙ্গধর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সহ্য করতে না পেরে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "কৃষ্ণবিরহ অসহনীয়"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ – ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবদের কাছে, বিশেষ করে তাঁর ভক্তদের কাছে এতই আকর্ষনীয় যে তাঁদের পক্ষে তাঁর বিরহ সহ্য করা অসহনীয় হয়ে ওঠে। মায়ার প্রভাবে বদ্ধজীবেরা ভগবানকে ভুলে যায়, তা না হলে তাদের পক্ষে তাঁর বিরহ সহ্য করা সম্ভব নয়। এই বিরহের অনুভুতি বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু ভক্তরাই কেবল তা অনুভব করতে পারেন।
- ভক্তের মনোভাব – একবার যাঁরা সরাসরিভাবে অথবা অন্য কোনভাবে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয়েছে, তিনি কখনই ক্ষণিকের জন্য তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারে না। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের মনোভাব।

🕮 ১.১০.১১-১২ – ভগবৎ-মহিমা শ্রবণ এবং ভগবৎ-বিরহ –

সাধুসঙ্গ প্রভাবে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একবার মাত্র ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে থাকলেও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার ফলে বিষয়ীর অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা থেকে মুহূর্তের জন্যও নিরস্ত হতে পারেন না; তাহলে পাণ্ডবেরা, যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সর্বদা ভগবানের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, শয়ন, অবস্থান ও একত্রে আহার করেছিলেন, কি করে তাঁদের পক্ষে তাঁর বিরহ সহ্য করা সম্ভব?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কৃষ্ণদাস / ইন্দ্রিয়দাস – জীবের স্বরূপগত অবস্থা হচ্ছে বরিষ্ঠের সেবা করা। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বিভিন্ন স্তরে মোহময়ী জড়া-প্রকৃতির পরিচালনায় তাকে কারো না কারো সেবা করতে বাধ্য হতে হয়। এই ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে সে কখনই শ্রান্ত হয় না। সে যদি শ্রান্ত হয়ও, মায়া তাকে নিরন্তর অতৃপ্তভাবে সেবা করতে বাধ্য করে। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির এই প্রয়াসের শেষ হয় না, এবং বদ্ধ জীব মুক্তির আশা ব্যতিরেকে এইভাবে সেবার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে।
- কামের বিভিন্ন অবস্থা – জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং প্রেম এই সবই কামের বিভিন্ন অবস্থা। গৃহ, দেশ, পরিবার, সমাজ, ধন এবং অন্য সমস্ত বস্তু জড় জগতের বন্ধনের কারণ, যেখানে ত্রিতাপ-ক্লেশ অবশ্যম্ভাবীরূপে সহবিদ্যমান।

🕮 ১.১০.১৩ – বিরহ প্রভাব –

তাঁদের সকলের হৃদয় স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়ে বিগলিত হচ্ছিল। তাঁরা অপলক নেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছিলেন, এবং হতবুদ্ধি হয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সর্বাকর্ষক – শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত জীবের পক্ষে আকর্ষনীয়, কেননা তিনি সমস্ত নিত্য বস্তুর মধ্যে পরম নিত্য।
- আকর্ষনের ক্রিয়াহীনতার কারণ ও সমাধান – একমাত্র তিনিই সমস্ত নিত্যদের পালনকর্তা। সে কথা কঠোপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবে ভগবানের **মায়ার প্রভাবে তাঁর সঙ্গে শাশ্বত সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে** যে জীব সে পুনরায় নিত্য সম্পর্কে যুক্ত হয়ে শাশ্বত শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে।
- সম্পর্ক জাগরণ – একবার এই সম্পর্ক যদি অল্পমাত্রায়ও জাগরিত হয়, তা হলে জীব তৎক্ষণাৎ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং ভগবানের সঙ্গ লাভের জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে।
- সেই সঙ্গ কিরূপ ? – এই সম্পর্ক কেবল ভগবানের ব্যক্তিগত সঙ্গ প্রভাবেই হয় না, উপরন্তু তাঁর নাম, যশ, রূপ এবং গুণের সঙ্গ প্রভাবেও সম্ভব হয়।
- শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা – শ্রীমদ্ভাগবত বদ্ধজীবদের শুদ্ধ ভক্তের কাছে বিনীতভাবে শ্রবণ করার মাধ্যমে এই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার শিক্ষা দেয়।

🕮 ১.১০.১৪ – আত্মীয় রমণীগণের অবস্থা ও কার্য –

দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাসাদ থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন অতিশয় উৎকণ্ঠা হেতু আত্মীয় রমণীগণের নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হয়েছিল; কিন্তু যাত্রার সময় শ্রীকৃষ্ণের যাতে কোনরকম অমঙ্গল না হয়, সেইজন্য তাঁরা বহু কষ্টে তাঁদের বিগলিত অশ্রু সংবরণ করেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "চিন্ময় পরিবেশের একটি দৃশ্য"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কৃষ্ণাসক্তি লাভ – যিনি প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, শ্রীকৃষ্ণের কথা বলেন অথবা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনি তাঁর প্রতি আসক্ত হন।
- যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম তত্ত্ব, তাই তাঁর নাম, রূপ, গুণ, ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।
- শ্রীকৃষ্ণের কথা কীর্তন করার ফলে, শ্রবণ করার ফলে অথবা তাঁকে স্মরণ করার ফলে তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করা যায়। চিন্ময় শক্তির প্রভাবেই তা সম্ভব।

(১৫-১৯) - শ্রীকৃষ্ণের যথাযথ সম্মান

🕮 ১.১০.১৫ – বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র –

শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ঢাক-ঢোল, মৃদঙ্গ, নাগড়া, ধুন্ধরী, আনক, দুন্দুভি এবং নানা রকমের বাঁশি, বীণা, গোমুখ ও ভেরী আদি সমস্ত বাদ্যযন্ত্র এক সাথে বাজতে লাগল।

🕮 ১.১০.১৬ – রাজবংশীয় রমণীগণের কার্য –

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার বাসনায় কুরুরাজবংশীয় ললনাগণ প্রাসাদ-শীর্ষে আরোহণ করে অনুরাগ ও লজ্জাভরে স্মিতহাস্যযুক্ত নয়নে তাঁকে দর্শন করতে করতে তাঁর উপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- লজ্জা – লজ্জা স্ত্রীলোকদের পক্ষে একটি বিশেষ চারিত্রিক সৌন্দর্য, এবং তার ফলে তারা পুরুষদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।
  - ★ রাস্তায় বিচরণশীল অর্ধনগ্ন মহিলারা মানুষের শ্রদ্ধাভাজন হয় না, কিন্তু একজন মেথরের লজ্জাশীলা পত্নী সকলের সম্মান লাভ করে।
- ভারতের ঋষিগণ প্রবর্তিত মানব সভ্যতার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করা।
- সৌন্দর্য কি দেহের ? না আত্মার ? – মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য একটি মাটির পুতুলকে যত সুন্দরভাবেই তৈরী করা হোক না কেন, তার প্রতি কেউই আকৃষ্ট হয় না। মৃতদেহের কোন সৌন্দর্য নেই, এবং তথাকথিত সুন্দরী রমণীর মৃতদেহও কেউ গ্রহণ করবে না। তা থেকে বোঝা যায় যে চিৎ-স্ফুলিঙ্গটি হচ্ছে সুন্দর, এবং আত্মার এই সৌন্দর্যের জন্যই মানুষ দেহের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়।
- মাখন + আগুন – বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে স্ত্রী হচ্ছে আগুনের মতো, এবং পুরুষ হচ্ছে মাখনের মতো। আগুনের সান্নিধ্যে এলে মাখন গলতে বাধ্য, এবং তাই যখন প্রয়োজন কেবল তখনই তারা একত্রিত হতে পারে। লজ্জা এই অনিয়ন্ত্রিত মেলামেশা নিবৃত্ত করে। এটি প্রকৃতির একটি দান এবং তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য।

🕮 ১.১০.১৭ – অর্জুনের কার্য –

সেই সময়ে পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গ সখা মহাযোদ্ধা এবং জিতনিদ্র অর্জুন প্রিয়তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে মুক্তামালামণ্ডিত ও রত্ননির্মিত দণ্ডযুক্ত শ্বেতছত্র ধারণ করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মানুষ যখন প্রয়োজনের নামে অবাঞ্ছিত বস্তু উৎপাদনে তাদের মূল্যবান সময়ের অপচয় করে না, তখন ভগবানের আদেশে পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি সেগুলি উৎপাদন করে।

🕮 ১.১০.১৮ – উদ্ধব, সাত্যকি এবং ভগবানের কার্য –

উদ্ধব ও সাত্যকি অতি চমকপ্রদ চামর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে ব্যজন করতে লাগলেন, এবং মধুপতিরূপে পরমেশ্বর ভগবান কুসুমাকীর্ণ আসনে উপবিষ্ট হয়ে পথ চলতে চলতে তাঁদের নির্দেশ দিতে লাগলেন।

🕮 ১.১০.১৯ – ভগবানের প্রতি আশীর্বাদ উপযুক্ত-অনুপযুক্ত –

ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উচ্চারিত আশীর্বাদ-ধ্বনি সর্বত্র শোনা যেতে লাগল। ত্রিগুণাতীত পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই প্রকার আশীর্বাদ যদিও অনুপযুক্ত, কিন্তু নররূপে লীলা অভিনয়কারী ভগবানের প্রতি ব্রাহ্মণদের এই আশীর্বাদ উপযুক্তই হয়েছিল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **বিরুদ্ধ ভাব** – চিজ্জগতে কোন বিরুদ্ধ ভাব নেই, কিন্তু এই আপেক্ষিক জগতে সব কিছুরই বিপরীত ভাব রয়েছে। আপেক্ষিক জগতে সাদা হচ্ছে কালো ধারণার বিপরীত, কিন্তু চিজ্জগতে সাদা এবং কালোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা যে আশীর্বাণী উচ্চারণ করছিলেন তা বিসদৃশ বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু যখন পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে তার প্রয়োগ হয় তখন তা সমস্ত বিরোধ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময়ত্বে পর্যবসিত হয়।
- **উদাহরণঃ** কৃষ্ণ – মাখনচোর।

(২০-৩১) - হস্তিনাপুর রমণীদের কৃষ্ণকথা কীর্তন

🕮 ১.১০.২০ – কুরুরমণীদের কৃষ্ণকথা শ্রুতি মন্ত্র থেকেও মনোহর –

উত্তমশ্লোকের দ্বারা বন্দিত ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে কুরুকুলরমণীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁদের এই আলোচনা বৈদিক মন্ত্রের চেয়েও অধিক আকর্ষণীয় হয়েছিল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **শ্রুতিমন্ত্র** – ভগবানের মহিমা কীর্তন করে যা কিছুই গাওয়া হয়, সে সবই শ্রুতিমন্ত্র।
- **সরল বাংলা ভজন** – গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একজন আচার্য নরোত্তম দাস ঠাকুর সরল বাংলা ভাষায় যে সমস্ত সঙ্গীত রচনা করেছেন, সে সম্বন্ধে সেই সম্প্রদায়ের আরেকজন আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে সেগুলি হচ্ছে বৈদিক মন্ত্র।
- তার কারণ হচ্ছে তার বিষয়বস্তু। বিষয়টি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, কোন ভাষার রচিত তা দিয়ে কিছু যায় আসে না।
- **সেই মহিলাদের কথার বিশেষত্ব** – উপনিষদের মন্ত্র কখনো কখনো পরোক্ষভাবে ভগবানকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু সেই মহিলারা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের কথা আলোচনা করছিলেন, এবং তাই তা অধিক হৃদয়গ্রাহী ছিল। অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আশীর্বাণী থেকেও সেই সমস্ত রমনীদের আলোচনা অধিক মহত্ত্বপূর্ণ ছিল।

🕮 ১.১০.২১ – ইনিই সেই আদি পুরুষোত্তম ভগবান –

তাঁরা বলেছিলেন-ইনিই সেই আদি পুরুষোত্তম ভগবান, যাঁর কথা আমরা স্মরণ করে থাকি। প্রকৃতির গুণসমূহ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে তিনিই কেবলমাত্র বিরাজমান ছিলেন, এবং যেহেতু তিনিই পরমেশ্বর ভগবান, তাই কেবলমাত্র তাঁরই মধ্যে নিশাকালে নিদ্রা যাওয়ার মতো সমস্ত জীব শক্তিরহিত হয়ে লীন হয়ে যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টি এবং প্রলয়ের অতীত"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **প্রলয়** – নিখিল সৃষ্টিতে দুই প্রকার প্রলয় হয়।
  - ★ ৪৩২,০০,০০,০০০ সৌর বৎসরের পর কোন বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা ব্রহ্মা যখন নিদ্রা যান তখন এক প্রকার প্রলয় হয়।
  - ★ ব্রহ্মার শত বর্ষ পূর্ণ হলে, তাঁর জীবনের অন্তে ব্রহ্মাণদের পূর্ণ পরলয় হয়। (৮৬৪,০০, ০০, ০০০, x৩০ x ১২ x ১০০ সৌর বৎসর)।
- **বিষ্ণু** বলতে এখানে কারণ-সমুদ্রে শায়িত মহাবিষ্ণুকে বোঝানো হয়েছে। এই মহাবিষ্ণু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ। (ব্রহ্ম-সংহিতা ৫/৫৮)
- মহাজনদের কাছে শ্রবণ করাই হচ্ছে চিন্ময় বিষয়ে যথাযথভাবে অবগত হওয়ার একমাত্র উপায়। এর কোন বিকল্প নেই।
- **সুপ্তোত্থিত ন্যায়** – ব্রহ্মার শতবর্ষেও সমাপ্তিতে জীবেরা আপনা থেকেই মহাবিষ্ণুর শরীরে লীন হয়ে যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জীবেরা তাদের সত্তা হারিয়ে ফেলে। তাদের সত্তা বর্তমান থাকে, এবং ভগবানের ইচ্ছায় যখন আবার সৃষ্টি হয় তখন সমস্ত সুপ্ত নিষ্ক্রিয় জীবেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের পূর্ব জীবনের কার্যকলাপ অনুসারে পুনরায় সক্রিয় হওয়ার জন্য ছাড়া পায়। একে বলা হয় সুপ্তোত্থিত ন্যায়, অর্থাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে পুনরায় তাদের স্ব-স্ব কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত হয়। (ভা: গী: ৮/১৮-২০)
- সৃজনাত্মক শক্তি সক্রিয় হওয়ার পূর্বে ভগবান বর্তমান ছিলেন। ভগবান জড়া প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হননি।

🕮 ১.১০.২২ – ভগবানের শক্তি প্রভাবেই প্রকৃতির সৃষ্টি শক্তি

পরমেশ্বর ভগবান পুনরায় তাঁর বিভিন্ন অংশস্বরূপ জীবদের নাম এবং রূপ প্রদান করার বাসনায়, জড়া প্রকৃতির তত্ত্বাবধানে তাদের ন্যস্ত করেন। তাঁরই শক্তির প্রভাবে, জড়া প্রকৃতি পুনরায় সৃষ্টি করার শক্তি অর্জন করেন। জীবকুলের কর্তব্য-কর্মাদি বিধান করবার উদ্দেশ্যে তিনিই শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- জীব দুই প্রকার –
  - ★ নিত্যমুক্ত।
  - ★ নিত্যবদ্ধ।
- **ভূয়ঃ** শব্দটির অর্থ হচ্ছে বারবার, অর্থাৎ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পন্থা নিরন্তর চলছে।
- **বৈদিক শাস্ত্র** বদ্ধ জীবদের পথ পদর্শন করে যাতে তারা জড় জগৎ এবং জড় শরীরের সৃষ্টি এবং প্রলয়ের চক্র থেকে মুক্ত হতে পারে।

- প্রকৃতপক্ষে চিৎ-স্ফুলিঙ্গরূপে জীবদের কোন জড় নাম বা রূপ নেই। কিন্তু জড় রূপ ও নাম সমন্বিত জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্যের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাদের একটি সুযোগ দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে শাস্ত্রেও মাধ্যমে তাদের প্রকৃত স্থিতি অবগত হওয়ারও সুযোগ দেওয়া হয়।

১.১০.২৩ – ভক্তিযোগই তাঁর অপ্রাকৃত রূপের দর্শন লাভের পন্থা –

ইনিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর অপ্রাকৃত রূপ জিতেন্দ্রিয় সংযত-চিত্ত অমলাত্মা মহান ভক্তগণ ঐকান্তিক ভক্তিযোগের মাধ্যমে দর্শন করে থাকেন। জীবের অস্তিত্ব নির্মল ও শুদ্ধ করার সেটিই হল একমাত্র পন্থা।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – "ইন্দ্রিয় দমনের পন্থা"

- কৃত্রিম পন্থা – ইন্দ্রিয়গুলিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য যোগের কৃত্রিম পন্থা বিশ্বামিত্র মুনির মতো মহান যোগীর বেলায়ও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে।
- সরলতম এবং একমাত্র পন্থা – শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রেষ্ঠ কার্যকলাপে যুক্ত করার মাধ্যমেই কেবল ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্মল করতে হয় অথবা ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হয়। ভগবদ্ভক্তি কোন নিষ্ক্রিয় হওয়ার পন্থা নয়।
  - ★ তাই ভক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করাই সরলতম এবং একমাত্র পন্থা।

১.১০.২৪ – তাঁর লীলাসমূহ আকর্ষণীয় ও গুহ্য –

হে সখি, ইনিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর আকর্ষণীয় ও গুহ্য লীলাসমূহ বৈদিক শাস্ত্রের অতি প্রচ্ছন্ন অংশগুলিতে তাঁর মহান ভক্তগণের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। ইনিই সেই একমাত্র পুরুষ যিনি এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, এবং প্রলয়কার্য সাধন করে থাকেন, এবং তা সত্ত্বেও তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করছে।
- শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষত্ব – কিন্তু ভগবানের কার্যকলাপের গুহ্যতম অংশগুলি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত শুকদেব গোস্বামীর দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।
- বেদান্ত-সূত্র অথবা উপনিষদে তাঁর লীলার গোপনীয় অংশগুলির ইঙ্গিত মাত্র কেবল দেওয়া হয়েছে।

১.১০.২৫ – জড় জগতে ভগবানের অবতরণ –

যখনই রাজা ও শাসকবৃন্দ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে অধর্ম আচরণপূর্বক পশুর মতো জীবন যাপন করে, তখন এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁর অপ্রাকৃত রূপে বিভিন্ন যুগে প্রকটিত হয়ে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা পরমসত্যতা বিশ্বস্তজনের প্রতি বিশেষ কৃপা এবং অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন আদি লীলা-বিক্রম প্রকাশ করে থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "পশুসম নৃপতিবর্গ এবং শাসককুল"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ঈশোপনিষদের মূল দর্শন – সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি। অতএব অবৈধভাবে সেই সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা কারোরই উচিত নয়। কৃপাপূর্বক ভগবান যা কিছু দিয়েছেন তাই কেবল গ্রহণ করা উচিত।
- তাঁর সৃষ্টিকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখার জন্য তিনি অবতরণ করেন।
- জগৎ সৃষ্টির কারণ – নিত্যবদ্ধ জীবদের ভ্রান্ত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে,
  - ★ দৃষ্টান্ত – ঠিক যেমন একটি দুরন্ত বালককে খেলনা নিয়ে খেলতে দেয়া হয়। তা না হলে এই জড় জগতের কোন প্রয়োজন ছিল না।
- অসমোর্ধ্ব – ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর পরম অধিকার প্রমাণ করার জন্য তাঁর অলৌকিক কার্যকলাপ প্রদর্শন করেন। তিনি এমনভাবে আচরন করেন যা কেউ কখনও অনুকরণ করতে পারে না। তিনি অসমোর্ধ্ব নামে বিখ্যাত; কেননা কেউই তাঁর সমকক্ষ নয় অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।

সূত্র – পাত্র এবং দেশ বলছেন –

১.১০.২৬ – যদুবংশ এবং মথুরার পরম মহিমা –

আহা, যদুবংশ পরম মহিমায় মহিমান্বিত এবং মথুরা সবচাইতে পুন্যময় কেননা এই পুরুষোত্তম লক্ষ্মীপতি শ্রীহরি স্বয়ং যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং শৈশবে মথুরায় বিহার করেছেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের আবির্ভাব সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মত – তাঁর জন্ম সূর্যের উদয় এবং অস্তের মতো। সূর্য পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পূর্ব দিগন্ত হচ্ছে সূর্যের জনক। সৌরমণ্ডলের সর্বত্র সূর্য বিরাজমান, কিন্তু তা একটি নির্দিষ্ট সময়ে দৃষ্টিগোচর হয় এবং তেমনই আর একটি নির্দিষ্ট সময়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভগবানও ঠিক তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ডে সূর্যের মতো আবির্ভূত হয়ে আর একটি সময়ে আমাদের দৃষ্টির অগোচর হয়ে যান।
- ভগবৎ-পার্ষদদের সৌভাগ্য – যদি কেবল ভগবানের জন্ম এবং কর্মেও দিব্য প্রকৃতি তত্ত্ব জানার ফলেই অনায়াসে মুক্তিলাভ করা যায়, তা হলে আমরা কল্পনা করতে পারি যারা ভগবানের পরিবারের সদস্য অথবা প্রতিবেশীরূপে বাস্তবিকভাবে তাঁর সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন তাঁদের সৌভাগ্য কি রকম ছিল।

সূত্র – মধুবনের (মথুরা) স্তুতি করে দ্বারকায় স্মরণ করতে করতে বলছেন বলছেন –

১.১০.২৭ – দ্বারকা ও দ্বারকাবাসীর মাহাত্ম্য –

নিঃসন্দেহে এটি পরম আশ্চর্যের বিষয় যে দ্বারকা স্বর্গের মহিমাকেও লাঞ্ছিত করেছে এবং পৃথিবীর পুণ্য প্রসিদ্ধি বৃদ্ধি করেছে। দ্বারকাবাসীরা সর্বদাই সমস্ত জীবাত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রেমময় রূপ-বৈশিষ্ট্যে দর্শন করছেন। তিনি মধুর হাস্যময় কৃপাদৃষ্টি দ্বারা তাঁদের অনুগৃহীত করছেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- স্বর্গলোক পৃথিবী থেকে অনেক বেশি বিখ্যাত। কিন্তু দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ একজন রাজারূপে রাজ্য শাসন করার জন্য সেই স্বর্গের খ্যাতি পৃথিবীর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।
- যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের উপরোক্ত এই তিনটি স্থানে যথা দ্বারকা, মথুরা এবং বৃন্দাবনে বা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই তিনটি স্থানে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফল বিবর্ধিত হয়, তাই যাঁরা সেখানে শাস্ত্র নির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করতে যান, তাঁরা অবশ্যই সেই ফলই লাভ করেন যা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত থাকার সময় লাভ হত।
- তাঁর ধাম এবং তিনি স্বয়ং অভিন্ন, এবং এখনও কোন শুদ্ধ ভক্ত অন্য কোন শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশনায় সেই সমস্ত ফল লাভ করতে পারেন।

১.১০.২৮ – মাধুর্য রসের ভক্তদের মহিমা –

হে সখিগণ, তিনি যাঁদের পাণিগ্রহণ করেছেন, সেই সমস্ত গৃহিণীদের কথা একবার চিন্তা কর! তাঁর অধরোষ্ঠ থেকে এখন অহরহ (চুম্বনের মাধ্যমে) সুধা আস্বাদনের জন্য নিশ্চিতভাবে পূর্বজন্মে তাঁরা কতই না ব্রত পালন, পূত স্নান, যজ্ঞহোমাদি, আর পরমেশ্বরের সম্যক আরাধনা করেছেন। ব্রজভূমির ললনাগণ শুধু তেমনই অনুকম্পার আশায় মুহুর্মুহু মূর্ছাপ্রাপ্ত হতেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিষীদের মাহাত্ম্য"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ধর্মের উদ্দেশ্য – শাস্ত্রে যে ধর্ম অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধজীবের জড় গুণাবলী পবিত্র করে তাদের ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় সেবা সম্পাদনের স্তরে উন্নীত করা। শুদ্ধ পারমার্থিক জীবনের এই অবস্থা লাভ করাই হচ্ছে সর্বোচ্চ সিদ্ধি, এবং এই অবস্থাকে বলা হয় স্বরূপ অথবা জীবের প্রকৃত পরিচয়।
- মুক্তির অর্থ হচ্ছে নতুন করে এই স্বরূপকে ফিরে পাওয়া। এই স্বরূপ-সিদ্ধিতে জীব প্রেমময়ী সেবার পাঁচটি স্তর প্রাপ্ত হয়, যার মধ্যে একটি হচ্ছে মাধুর্য রস।
- ভগবান সর্বদাই পূর্ণ, তাই তাঁর নিজের জন্য কোন বাসনা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রগাঢ় প্রেমকে সার্থক করার জন্য তাঁদের প্রভু, সখা, পুত্র অথবা পতিতে পরিণত হন।
- তাঁর পত্নীরা অথবা যুবতী প্রণয়িনীরা যে তাঁকে চুম্বন করেছিলেন, তাতে কোন রকম জড় জগতের বিকৃত গুণ নেই।
  - ★ তা যদি জড়জাগতিক হত, তা হলে শুকদেব গোস্বামীর মতো মুক্ত পুরুষেরা তা আস্বাদন করার চেষ্টা করতেন না,
  - ★ অথবা জড়জাগতিক জীবন ত্যাগ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতেন না।

সূত্র – পূর্বোক্ত অর্থই পরিস্ফুট করছেন 'যা বীর্য্যশুল্কেন' ইত্যাদি দুটি শ্লোকে (২৯-৩০) –

১.১০.২৯ – ভগবানের বীর্য –

প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, অম্ব, প্রমুখ সন্তানের জননী, রুক্মিণী, সত্যভামা এবং জাম্ববতীর মতো রমণীদের তিনি বলপূর্বক তাঁদের স্বয়ংবরসভা থেকে হরণ করেন এবং ভৌমাসুর ও তাঁর সহস্র-সহস্র সহচরকে নিহত করে পরে তিনি অন্যান্য মহিলাদেরও বলপূর্বক হরণ করেন। এই সব মহিলারা সকলেই মহিমান্বিত।

১.১০.৩০ – তাঁরা পবিত্রভাবে মহিমান্বিত হয়েছেন –

সেই সমস্ত নারীগণ নিতান্ত অপবিত্র ও স্বাতন্ত্র্যহীন হওয়া সত্ত্বেও পবিত্রভাবে মহিমান্বিত হয়েছেন। তাঁদের পতি কমললোচন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহুমূল্য সামগ্রী আহরণ করে উপহারস্বরূপ প্রদানপূর্বক তাঁদের হৃদয়ের আনন্দ বর্ধন করেছেন এবং তাঁদের নিঃসঙ্গ রেখে কখনো তিনি গৃহ থেকে নির্গমন করেন না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভক্তের কোন শারীরিক অযোগ্যতা থাকে না, ঠিক যেমন নোংরা নর্দমার জল যখন গঙ্গায় এসে মেলে তখন গঙ্গার জলের সঙ্গে তার কোন গুণগত পার্থক্য থাকে না।

১.১০.৩১ – ভগবানের স্মিতহাস্য বিনিময় –

রাজধানী হস্তিনাপুরের পুরনারীগণ যখন এইভাবে বাক্যালাপ করছিলেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি স্মিতহাস্যে তাঁদের শুভ অভিনন্দন গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের উপরে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক নগর পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।

(৩২-৩৬) - শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা

১.১০.৩২ – স্নেহবশে যুধিষ্ঠিরের প্রতিরক্ষার জন্য বিরাট চতুরঙ্গ-বাহিনী প্রেরণ –

মহারাজ যুধিষ্ঠির অজাতশত্রু হলেও, অন্যান্য শত্রুদের হাতে মধু আদি অসুরদের শত্রু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনও অনিষ্টের আশঙ্কায় তাঁর প্রতিরক্ষার জন্য এবং স্নেহবশেও তাঁর সাথে হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিক সৈন্য সমন্বিত এক বিরাট চতুরঙ্গ-বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান তাঁর দিব্য লীলায় তাঁর ভক্তের অধীন হওয়ার ভূমিকা অবলম্বন করেন, এবং তাই কখনো কখনো তিনি তাঁর তথাকথিত অসহায় বাল্যাবস্থায় যশোদা মায়ের রক্ষণাবেক্ষণ স্বীকার করেন। সেটি হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা। ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে যে দিব্য আদান-প্রদান হয় তা কেবল দিব্য আনন্দ আস্বাদন করার জন্য, যার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের পর্যন্ত তুলনা হয় না।

১.১০.৩৩ – স্নেহপরায়ণ ভক্তগণ ও কর্তব্যপরায়ণ ভগবান –

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহের বশে বিচ্ছেদ-ব্যাকুল কুরুবংশীয় পাণ্ডবেরা বহুদূর পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সহগমন করেছিলেন। তখন তাঁদের ফিরে যেতে রাজী করিয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ অনুগামীদের সঙ্গে স্বীয় দ্বারকাপুরীতে গমন করলেন।

🕮 ১.১০.৩৪-৩৫ – বিভিন্ন প্রদেশ অতিক্রম করে অবশেষে দ্বারকায় আগমন –

হে ভৃগুনন্দন শৌনক, তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমুনা তটবর্তী কুরুজাঙ্গল, পাঞ্চাল, শূরসেনা, ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্যা, সারস্বতা প্রদেশ এবং বারিহীন ও অল্প জলবিশিষ্ট মরুপ্রদেশ সমূহ ধীরে ধীরে অতিক্রম করে ঈষৎ পরিশ্রান্ত অবস্থায় অশ্ববাহিত হয়ে সৌভীর ও আভীর দেশের পশ্চিমবর্তী প্রদেশ দ্বারকায় অবশেষে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তখনকার সেই সমস্ত প্রদেশগুলির নাম এখন কি নাম হয়েছে সেই নিয়ে গবেষণা করে কোন লাভ নেই।
- আমরা এই বিষয়টি ভূতত্ত্ববিদ্দের গবেষণার জন্য ছেড়ে দিতে পারি, কেননা পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ডের ভূমির বিকাশের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে। ভগবান যে কুরুপ্রদেশ থেকে তাঁর নিজের রাজ্য দ্বারকাধামে পৌঁছেছেন সেজন্য আমরা অত্যন্ত প্রসন্নতা অনুভব করছি।

🕮 ১.১০.৩৬ – ভ্রমণকালে ভগবানের সময়সূচি –

এই সমস্ত প্রদেশগুলির মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণকালে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, আরাধনা করেছিল এবং বিভিন্ন উপহার সামগ্রী নিবেদন করেছিল। সন্ধ্যাবেলায় সকল স্থানেই পরমেশ্বর ভগবান সান্ধ্যকালীন ধর্মীয় কৃত্যসমূহ আচরণের জন্য তাঁর ভ্রমণ স্থগিত রাখতেন। পশ্চিম দিগন্তে সমুদ্রবক্ষে সূর্য অস্তমিত হলে নিয়মিতভাবেই তিনি এই বিধি পালন করতেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যদিও তাঁর কোন কর্তব্যকর্ম নেই, তথাপি তিনি এমনভাবে আচরণ করেন যাতে অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটিই হচ্ছে শিক্ষা দেওয়ার পন্থা।
- অনুসরণ / অনুকরণ – এখানে যে তাঁর সান্ধ্য-বন্দনার বর্ণনা করা হয়েছে তা জীবের পক্ষে অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু তিনি যে গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন অথবা গোপিকাদের সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন, তা অনুকরণ করা সম্ভব নয়।
- কেউই সূর্যের অনুকরণ করতে পারে না, যা নোংরা স্থান থেকেও জল শোষণ করে নেয়। অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তিরা এমন কিছু করতে পারেন যা সকলের জন্য কল্যাণপ্রদ, কিন্তু আমরা যদি তা অনুকরণ করার চেষ্টা করি, তা হলে আমাদের অন্তহীন বিপদে পড়তে হবে।
- সদ্গুরু – অতএব, সমস্ত কর্ম আচরণে অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন, যিনি হচ্ছেন ভগবানের করুণার প্রকাশস্বরূপ সদ্ গুরুদেব। সর্বদা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন, এবং তা হলেই নিশ্চিতরূপে পারমার্থিক মার্গে অগ্রসর হওয়া যাবে।